দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 1 JUL 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ২ ...

মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য পৃথক অধিদপ্তর

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

দেশে ১৬ হাজার ২৭০টি মাদ্রাসা থাকলেও এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সঠিকভাবে তদারকির জন্য পৃথক কোন অধিদপ্তর নেই। ফলে ১ লাখ ৯৯ হাজার শিক্ষক প্রাতিষ্ঠানিক কাজ করতে গিয়ে নানা ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। মাদ্রাসা শিক্ষকরা বলছেন, দাখিল ও আলিমের তদারকি করে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি) এবং ফাজিল ও কামিলের তদারকি করে থাকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। এছাড়া কুষ্টিয়ার এ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়টি মাদ্রাসার অনুমোদন ও এমপিওর বিষয়েও তদারকি করে থাকে। ফলে মাদ্রাসার শিক্ষা ব্যবস্থা এবং শিক্ষকদের নানা ভোগান্তিতে পড়তে হয়। বিষয়টি বিবেচনা করে সরকার মাদ্রাসার শিক্ষার জন্য পৃথক অধিদপ্তরের চিন্তাভাবনা (২য় পৃঃ ৪-এর কঃ ৫ঃ)

মাদ্রাসা শিক্ষার

(প্রথম পৃঃ পর)

করছে। বর্তমানে দেশের সরকার স্বীকৃত মাদ্রাসায় ৫০ লাখ শিক্ষার্থী রয়েছে।

দেশের মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিকীকরণ ও এ শিক্ষা ব্যবস্থাকে বৃত্তিমূলক করার লক্ষ্যে গতকাল মঙ্গলবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে মাদ্রাসা শিক্ষকরা তাদের নানা সমস্যার কথা তুলে ধরেন। মাদ্রাসার শিক্ষকরা কীভাবে বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন- সে বিষয়ে নানা তথ্য বৈঠকে তুলে ধরেন। ভারপ্রাপ্ত শিক্ষা সচিব উজ্জ্বল বিকাশ দত্তের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (মাদ্রাসা ও কারিগরি), যুগ্মসচিব (মাধ্যমিক) ও দেশের বিভিন্ন মাদ্রাসার প্রধানরা উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়নে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটি মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্যা চিহ্নিত করে তার সমাধানসহ সুপারিশ সরকারের কাছে পেশ করবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিবকে (মাদ্রাসা ও কারিগরি) কে এম মোজাম্মেল হককে প্রধান করে ৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা জানান, মাদ্রাসা থেকে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা লাভ শেষে যাতে অন্যান্য প্রতিযোগিতায় টিকতে পারে সে লক্ষ্যে তাদের পাঠ্যতালিকায় সাধারণ শিক্ষার নানা বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত করা হবে। তবে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা বর্তমানে যেসব বই পাঠ করছে তার কোন অংশ বাদ যাবে না। আগামী বছর থেকে মাদ্রাসায় ইংরেজিতে ২০০ নম্বর চালু হচ্ছে। সাধারণ শিক্ষার সাথে মিল রেখেই সরকার এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মাদ্রাসায়ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ওপর জোর দেয়া হবে। ইতিমধ্যে ১০০টি মাদ্রাসায় ৮টি বিষয়ের ওপর ভোকেশনাল কোর্স চালু হয়েছে। এছাড়া সরকার কওমি মাদ্রাসারও একটি তালিকা তৈরির কাজ শুরু করেছে। ইতিমধ্যে ৪৫টি জেলার তালিকা চূড়ান্ত হয়েছে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়।

অন্যদিকে দেশের ইংরেজি শিক্ষার মানোন্নয়নে ১৬ সদস্যের উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি কমিটি [illegible] অধ্যাপক ড. আহফুল হাই সিদ্দিকীকে প্রধান করে এ কমিটি গঠন করা হয়েছে।

বর্তমানে মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার মান পর্যালোচনা, ইংরেজি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির দুর্বলতা, ইংরেজি শিক্ষার মানোন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করা এবং ইংরেজি শিক্ষার মানোন্নয়নে পরিকল্পনা ও সুপারিশমালা তৈরি করে আগামী ২ মাসের মধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দেবে এ কমিটি। এছাড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রস্তাবিত ইংরেজি শিক্ষার জাতীয় একাডেমি প্রতিষ্ঠার রূপরেখা সম্পর্কেও এ কমিটি সুপারিশ পেশ করবে।